দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 31 DEC 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

শ্রাবণ প্রকাশনী

শর্তসাপেক্ষে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে বাংলা একাডেমি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত হানে এমন বই প্রকাশ না করা, অমর একুশে গ্রন্থমেলার নীতিমালা ভঙ্গ না করা এবং এ ধরনের কোন কর্মকাণ্ডে অংশ নেবে না- এমন শর্তাসাপেক্ষে শ্রাবণ প্রকাশনীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেবে বইমেলার আয়োজক বাংলা একাডেমি। এসব শর্ত মেনে শ্রাবণ প্রকাশনী অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করলে তাদের ওপর থেকে দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে একাডেমি। শুক্রবার একাডেমির নির্বাহী পরিষদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদিকে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন শ্রাবণ প্রকাশনীর প্রকাশক রবীন আহসান।

এ প্রসঙ্গে মেলা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও বাংলা একাডেমির পরিচালক জালাল আহমেদ জনকণ্ঠকে বলেন, শুক্রবার বিকেলে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের সভাপতিত্বে ৮ সদস্যের উপস্থিতিতে নির্বাহী পরিষদের সভায় এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত হানে এমন বই প্রকাশ করবে না, একুশে গ্রন্থমেলার নীতিমালা পরিপন্থী কোন কার্যক্রম করবে না, ওই প্রকাশনীকে এমন অঙ্গীকারনামা দিতে হবে। শর্ত মেনে নিয়ে শ্রাবণের পক্ষ থেকে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করা হলে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে।

এ বিষয়ে শ্রাবণ প্রকাশনীর প্রকাশক জনকণ্ঠকে বলেন, যে দুটি শর্ত দেয়া হয়েছে সেগুলো এমনিতেই অমর একুশে গ্রন্থমেলার নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই এই অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে আমার কোন আপত্তি নেই। তিনি আরও বলেন, ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত হানে এমন কোন বই শ্রাবণ থেকে কখনও প্রকাশিত হয়নি, কখনও হবে না। তিনি আরও বলেন, প্রকাশক পরিচয়ের বাইরে আমি একজন স্বতন্ত্র লেখক। তাই আদর্শিক কারণে বাংলা একাডেমির বাইরে যদি কোন প্রতিবাদী কর্মসূচী পালিত হয় সেখানে আমি অবশ্যই অংশগ্রহণ করব। সেটা অতীতেও করেছি, ভবিষ্যতেও করব।

এর আগে গত ১০ নবেম্বর একাডেমির নির্বাহী পরিষদের বইমেলা সংক্রান্ত এক সভায় গ্রন্থমেলায় 'স্বার্থবিরোধী' কার্যকলাপের অভিযোগ এনে শ্রাবণ প্রকাশনীকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৭ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশ নেয়ার জন্য ফরম তুলতে গেলে শ্রাবণ প্রকাশনীর প্রতিনিধিকে জানানো হয়, প্রকাশনা সংস্থাটিকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্তে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এ নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে ২৭ ডিসেম্বর বাংলার একাডেমির সামনে লেখক-শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীরা এক বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। সমাবেশ থেকে 'দীর্ঘদিন পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার... করছেন'- এমন অভিযোগে তাঁরা শামসুজ্জামান খানের পদত্যাগ দাবি করেন।